

এম আর আখতার মুকুলের অবস্থার মারাত্মক অবনতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান সৈনিক, একাত্তরের উদ্দীপনামূলক ‘চরমপত্র’ খ্যাত যশস্বী সাংবাদিক, লেখক এম আর আখতার মুকুলের শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। অস্তিমশয্যায় শনিবার দুপুরে তাঁর ছোটখাটো একটা হার্ট এ্যাটাক হয়ে গেছে। তাঁকে শনিবার বিকাল থেকে রক্ত ও অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। কিডনি ক্রমশই অকেজো হয়ে পড়ছে। তিনি সংজ্ঞাহীন রয়েছেন। খবর তাঁর পারিবারিক সূত্রের। তাঁর সুচিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী তাঁকে কেবিন থেকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। জনাব মুকুলের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ দ্রুত কমে যাচ্ছে। বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুঃসাহসী এই কলমযোদ্ধার দেহের রক্তচাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেলে শনিবার দুপুরে তাঁকে কেবিন থেকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। আত্মিক দুরারোগ্য ক্যাসারে আক্রান্ত এই দুঃসাহসী কলমসৈনিক এখন মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও বিকল্প ধারার নেতা অধ্যাপক বি চৌধুরী শনিবার তাঁকে দেখতে যান। বারডেমে এম আর আখতার মুকুলের চিকিৎসার জন্য ছয় সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড কাজ করছে। অধ্যাপক ডা. এআর খান এই বোর্ডের প্রধান। শনিবার তাঁরা এক পর্যালোচনা বৈঠক করে তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাঁর শারীরিক অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ডাক্তারদের ধারণা, ইংল্যান্ডে তাঁর পিঠে যে টিউমারের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তা সফল হয়নি। অপারেশনের পরে সেই টিউমারের বর্জ্য এখন তাঁর সারা শরীরেই ছড়িয়ে পড়েছে। তবে ডাক্তাররা তাঁকে এখনও পর্যন্ত ‘ক্লিনিক্যালি ডেড’ বলতে রাজি নন। তাঁরা আশাবাদী।

শনিবার বিকালে সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা মুমূর্ষু এই কলমসৈনিককে দেখতে বারডেম হাসপাতালে যান। তিনি অসুস্থ এম আর আখতার মুকুলের শয্যাপাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। এ সময় প্রবীণ এই সাংবাদিকের নাতনি কুন্তলার আক্ষেপ ও কান্না হাসপাতালের পরিবেশ ভারি করে তোলে। শেখ হাসিনা বার বার ‘মুকুল ভাই, মুকুল ভাই’ বলে ডাকলেও প্রায় অচেতন থাকায় তিনি কোন সাড়া দিতে পারেননি। একবার চোখ খুললেও আবার তলিয়ে যান গভীর ঘুমে। তাঁর নাতনি কুন্তলা আক্ষেপ করে বলেন, দাদু আমাদের দেশের জন্য কি-না করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং সাংবাদিকতায় দাদুর এত অবদান সত্ত্বেও শেষ সময়ে তিনি তেমন কোন সম্মান পেলেন না এই স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের কাছ থেকে। আমাদের অসুস্থ দাদুকে দেখতে তেমন কেউই এলেন না। এ সময় শেখ হাসিনা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, কে বলে কেউ নেই? আমরা আছি, স্বাধীনতাকামী প্রতিটি মানুষ তাঁর পাশে আছে। তাঁর জন্য দোয়া করছেন। এ সময় শেখ হাসিনার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা মুকুল বোস, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, সাংবাদিক বেবী মওদুদ, এম আর আখতার মুকুলের বড় ছেলে মুস্তাফা হাসান কবি, বারডেমের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব) ডা. সরদার আমির আলী, ডা. মীর নজরুল ইসলাম, ডা. যোগেশ সাহা, বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা এমরান হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শয্যাপাশে বি চৌধুরী

শনিবার সন্ধ্যায় বিকল্প ধারা বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বারডেমে চিকিৎসাধীন এম আর আখতার মুকুলকে দেখতে যান। তিনি তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তাঁর আশু আরোগ্য কামনা করেন। অধ্যাপক বি চৌধুরী এম আর আখতার মুকুলের শয্যাপাশে বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিকল্প ধারার নেতা ফিরোজ এম হাসান ও মেজর (অব) শেখ নাদির আহমেদ।